



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

Ref: hrss/2026/ka/01

তারিখঃ ০১.০১.২০২৬ ইং

মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০২৫

২০২৫ সালে বাংলাদেশের মানুষ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাক্ষী হয়েছে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে দায়িত্ব পাওয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৬ টি সংস্কার কমিশন গঠন এবং পরবর্তীতে ঐক্যমত্য কমিশন গঠন করে। যাঁরা দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জুলাই সনদ প্রণয়ন করেন। সেইসাথে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের বিষয়ে গণভোটের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পৃথক বিচার বিভাগ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশ জারি, মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ও পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাদেশ জারি উল্লেখযোগ্য।

মানবাধিকার উন্নয়নে বর্তমান সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ফলে ২০২৫ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র ছিল উদ্বেগজনক। নাগরিকের মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা, সরকারের কার্যকর ভূমিকার অভাব, এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক দলসমূহের দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার কারণে ২০২৫ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল হতাশাজনক। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় পেরোলেও মানুষের প্রত্যাশিত জীবনমান, অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের কাছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, মানবাধিকার, ও গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার সহস্রাধিক জীবনের বিনিময়ে অর্জিত গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে মানবাধিকার পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের প্রত্যাশা থাকলেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পূর্বের ধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি এতে নতুন কিছু ধারাও যুক্ত হয়েছে।

২০২৫ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গুম ও ট্রান্সফারের মতো ঘটনা না ঘটলেও রাজনৈতিক সহিংসতা, মব সহিংসতা, গণপিটুনিতে নির্যাতন ও হত্যা, হেফাজতে ও নির্যাতনে মৃত্যু, নারী নিপীড়ণ ও ধর্ষণ, সীমান্ত হত্যা, মাজারে হামলা ও ভাঙচুর, এবং সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, শিশু নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন, কারাগারে মৃত্যু, শ্রমিকদের উপর হামলা, সভা-সমাবেশে বাধা প্রদানের ঘটনা নিয়মিত ঘটেছে। এসময়ে চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, ও হত্যাসহ বেশ কিছু সামাজিক অপরাধ ঘটেছে যা জনমনে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি করেছে। সাবেক স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার বক্তব্য নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ভার্যুয়াল অনুষ্ঠানে প্রচারের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি, শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদন এবং সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের অফিস ও নেতাদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। গত ১২ মে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গত বছর আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ, সহযোগী ও আত্মপ্রতিম সব সংগঠনের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ শিক্ষার্থীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। রাজধানীতে বিভিন্ন দাবি আদায়ে রাস্তা বন্ধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আদালত ও কারা ফটকে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উপর হামলা; থানা ও পুলিশের ওপর হামলা করে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টদের আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। দেশে স্বাভাবিক দমন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ নামে ও বিশেষ অভিযানে বেশ কিছু অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া, বিএসএফ কর্তৃক ভারতীয় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাভাষী মানুষদেরকে পুশইন করা, এমনকি নিরীহ বাংলাদেশিকে হত্যা, আহত ও গ্রেফতার এবং মিয়ানমারের আরাকান আর্মি কর্তৃক বাংলাদেশি জাহাজ ও জেলেদের আটক, সীমান্তে গুলি, মাইন ও মর্টারশেল বিস্ফোরণের মত বিভিন্ন ঘটনা মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে গোপালগঞ্জে এনসিপির ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি কেন্দ্রিক স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে যৌথ বাহিনীর সংঘর্ষে ও গুলিতে ৫ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন। রংপুরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক কিশোরকে গ্রেপ্তারের পর উগ্র-উত্তেজিত জনতা সংগঠিতভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তত ২০ টি বাড়িতে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (মিডফোর্ড) সামনে ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে জনসম্মুখে ব্যবসায়ী মোঃ সোহাগকে যেভাবে নির্মমভাবে পিটিয়ে, কুপিয়ে এবং শরীর খেঁতলে হত্যা করা হয়েছে—যা অত্যন্ত বর্বর এবং উদ্বেগজনক। গত ২১ জুলাই ঢাকার উত্তরা এলাকায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় পাইলটসহ অন্তত ৩৭ জন নিহত এবং দেড় শতাধিক মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই শিশু শিক্ষার্থী।

১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২-এ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বেশ কয়েকজন হেনস্থা ও গনপিটুনির শিকার হয়েছেন। ২৯ আগস্ট রাজধানীর কাকরাইল বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সাথে জাতীয় পার্টির সংঘর্ষের পর গণঅধিকার পরিষদের কর্মসূচিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হামলায় সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরসহ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এই ঘটনার জেরে ৩০ আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের কয়েকটি জেলায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা এলাকায় সংঘটিত ভয়াবহ সহিংস ঘটনায় তিনজন পাহাড়িকে হত্যা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলা এবং রামেসু বাজারের শতাধিক ঘর ও দোকানপাট অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ডাকসু, জাকসু, চাকসু, জকসু ও রাকসু নির্বাচন কেন্দ্রিক নারী প্রার্থীরা সোসাল মিডিয়ায় ভয়াবহ বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন।

এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা যে, গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন-বিজয়নগর এলাকায় সন্ত্রাসীরা দিন দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মাথায় গুলি করলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। গত ১৮ ডিসেম্বর তিনি এক সপ্তাহের দীর্ঘ জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের পর সিংগাপুরের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ওসমান হাদি একজন চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তি, গণঅভ্যুত্থানের একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

হিসেবে প্রচারণা করছিলেন। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, গত ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। একইসাথে তারা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ও উদীচী কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এটি উদ্বেগজনক যে, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া পাইওনিয়ার নিউওয়ার্স (বিডি) লিমিটেড কারখানার সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তির মিথ্যা অভিযোগে দিপু চন্দ্র দাস (২৭) নামে এক পোশাক শ্রমিককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার পর উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিহতের লাশ এক কিলোমিটার দূরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের একটি গাছে বুলিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দলীয় ও আভ্যন্তরীণ সহিংসতা, অন্তর্কোন্দল, দলীয় আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক বিরোধের কারণে সংঘর্ষ ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মাত্রা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত নির্বাচনী পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি হামলা, ভীতি প্রদর্শন, বাধা সৃষ্টি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এমনকি আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক বিরোধের কারণে প্রাণহানি ও হতাহতের ঘটনা বহুমাত্রিক সংকট ও উদ্বেগের ইঙ্গিত বহন করে।

বাংলাদেশের ১৫টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত তথ্য উঠে এসেছে:

১. রাজনৈতিক সহিংসতা

২০২৫ সালে অন্তত ৯১৪ টি “রাজনৈতিক সহিংসতার” ঘটনায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৩৩ জন এবং আহত হয়েছেন অন্তত ৭৫১১ জন। আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক প্রতিশোধ পরায়ণতা, সমাবেশ কেন্দ্রিক সহিংসতা, কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ, নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন স্থাপনা দখল কেন্দ্রিক অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সহিংসতার ৯১৪টি ঘটনার মধ্যে বিএনপি ও তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অন্তর্কোন্দলে ৪৮৬ টি (৫৩%) ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৭১৬ জন (৬৩%) ও নিহত ৮২ জন (৬২%), ১৫২ টি বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৮০২ জন ও নিহত ১৯ জন, ৬৯টি বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৬৭৬ জন ও নিহত ২ জন, ১৯টি বিএনপি-এনসিপির মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১৪৩ জন, ২৩টি আওয়ামী লীগ-এনসিপির মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৬৬ জন ও নিহত ১ জন, ৯টি আওয়ামী লীগ-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১১ জন ও নিহত ২ জন, আওয়ামী লীগের অন্তর্কোন্দলে ১৩টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৫৩ জন ও নিহত ৭ জন, এনসিপির অন্তর্কোন্দলে ১৪টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪৫ জন, জামায়াতের অন্তর্কোন্দলে ২টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫ জন, ৪টি ঘটনায় জাতীয় পার্টি-গণঅধিকার পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩৩ জন, পুলিশ-গণঅধিকার পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩০ জন এবং ১২২টি ঘটনা ঘটেছে অন্যান্য দলের মধ্যে। নিহত ১৩৩ জনের মধ্যে বিএনপির ৯৩ জন (৭০%), আওয়ামী লীগের ২৩ জন (১৭%), জামায়াতের ৩ জন, ইনকিলাব মঞ্চের ১ জন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১ জন, ইউপিডিএফের ৬ জন এবং চরমপন্থী দলের ১ জন। অপর ৫ জনের রাজনৈতিক পরিচয় মেলেনি যার মধ্যে ১ জন নারী



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

রয়েছেন। ৯১৪ টি সহিংসতার ঘটনার ৭৬৭ টিই (৮৪%) ঘটেছে বিএনপির অন্তর্কোন্দলে ও বিএনপির সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। এর পাশাপাশি সন্ত্রাসী ও দুষ্টকারীদের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অন্তত ১৬৯টি ঘটনায় কমপক্ষে ১০৮ জন নিহত হয়েছেন এবং ১৮৯ জন আহত হয়েছেন। এসকল হামলায় আওয়ামীলীগের ৩৪ জন, বিএনপির ৬০ জন, জামায়াতের ১ জন নারী সদস্যসহ ৬ জন ও অন্যান্য দলের ৮ জনসহ ১০৮ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এছাড়াও গত এক বছরে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২৫০ জনের বেশি গুলিবিদ্ধ, শতাব্দিক বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কার্যালয়সহ সহস্রাধিক বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ও যানবাহনে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

২. নির্বাচনী সহিংসতা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন দলের মনোনয়ন কেন্দ্রীক সম্ভাব্য প্রার্থী এবং বঞ্চিত কর্মী-সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মিছিল, বিক্ষোভ সমাবেশ, হরতাল, মহাসড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, বাড়িঘর-কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনকেন্দ্রীক অন্তত ৫৪টি সহিংসতার ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৯৪ জন এবং নিহত হয়েছেন ৩ জন।

গত ১৮ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি এক সপ্তাহের দীর্ঘ জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের পর সিংগাপুরের একটি হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন-বিজয়নগর এলাকায় সন্ত্রাসীরা দিন দুপুরে তার মাথায় গুলি করলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। ওসমান হাদি একজন চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তি, গণঅভ্যুত্থানের একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা করছিলেন। গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রামে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনী গণসংযোগে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে সরওয়ার হোসেন ওরফে বাবলা (৪৩) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এসময় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও নগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ, সরোয়ার ও শান্ত নামের তিনজন গুলিতে আহত হন। ঘটনাস্থলেই সরোয়ারের মৃত্যু হয়। এছাড়া, ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন দ্বন্দ্বের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে তানজিন আহমেদ (৩০) নামে এক ছাত্রদল কর্মী মারা গেছেন। নিহত তানজিন আহমেদ ময়মনসিংহ নগরীর দৌলত মুন্সিরোড এলাকার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে।

৩. মব সহিংসতা ও গণপিটুনি

এটি উদ্বেগজনক যে, ২০২৫ সালে মব সহিংসতা ও গণপিটুনির অন্তত ২৯২ টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ১৬৮ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৪৮ জন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, গত ২২ জুন সাবেক নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদাকে হেনস্তা করা ও জুতার মালা পরানোর ঘটনা ঘটে, গত ১৬ জুন লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ৫০ বছর বয়সী এক বয়স্ক ব্যক্তিকে চোর সন্দেহ করে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা, গত ১৩ মে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে জাকির হোসেন (৪১) নামে এক যুবলীগ কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত ৪ মার্চ দুপুরে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই ইরানি নাগরিককে গণপিটুনি দিয়ে আহত করা হয়েছে, গত ৩ মার্চ রাতে চট্টগ্রামের এওচিয়া ইউনিয়নে মাইকে 'ডাকাত'ঘোষণা দিয়ে ২ জন জামায়াত কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে মাদারীপুরে ডাকাতির ঘটনায় শরিয়তপুরে ৭জন ডাকাতকে গণপিটুনির ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ২জন আহত হয়েছেন। হবিগঞ্জের বাছবলে মোবাইল ফোনসেট চুরির সন্দেহে জাহেদ মিয়া (২৮) নামে এক



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন করার এক পর্যায়ে তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। পাবনার ঈশ্বরদীতে চুরির অভিযোগ এনে এক নারীকে লোহার খুঁটিতে বেঁধে মারধর করার পর জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। গত ২২ আগস্ট চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে তিন কিশোরকে চোর সন্দেহে বেঁধে পেটানোর ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলেই রিহান মহিন (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ছিনতাইকারী সন্দেহে সাজ্জাদ হোসেন (৩০) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর নওগাঁর বদলগাছীতে ডাকাতির চেষ্টাকালে গণপিটুনিতে আশাদুল ইসলাম (৪২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এসময় উত্তেজিত জনতা তার হাত-পা বেঁধে তার দুই পায়ে রংগ কেটে দেয়। এটি উদ্বেগজনক যে, গত ২১ অক্টোবর গাজীপুরের টঙ্গীতে মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে এলাকাবাসীর পিটুনিতে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক নিহত হয়েছে। মৃত্যুর পর উত্তেজিত জনতা ক্ষোভে ওই ব্যক্তির গায়ে লবণ ঢেলে উল্লাস করে। এছাড়া, গত ১৪ নভেম্বর রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর উলন এলাকায় চোর সন্দেহে মোহাম্মদ বাপ্পি (১৭) নামে এক কিশোরকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এসময় ঐ কিশোরকে চুরির অপবাদ দিয়ে হাতুড়ি ও এসএস পাইপ দিয়ে সারা শরীরে মারধর করে। হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করে, এরপর তারা সারা শরীরে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে দেয়। এটি উদ্বেগজনক যে, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া পাইপনিয়ার নিউওয়ার্স (বিডি) লিমিটেড কারখানার সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তির মিথ্যা অভিযোগে দিপু চন্দ্র দাস (২৭) নামে এক পোশাক শ্রমিককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার পর উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিহতের লাশ এক কিলোমিটার দূরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের একটি গাছে ঝুলিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

৪. সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানী

২০২৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তত ৩১৮ টি হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৫৩৯ জন সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। এ সকল ঘটনায় হত্যা করা হয়েছে ৩ জন সাংবাদিককে, আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২৭৩ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ৫৭ জন, হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন ৮৩ জন ও গ্রেফতার হয়েছেন ১৭ জন সাংবাদিক। এছাড়াও ৩৪ টি মামলায় ১০৭ জন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা যে, গত ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় কার্যালয় দুটি। একইসময়ে, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাস্থলে গেলে বিক্ষোভকারীদের হেনস্থার শিকার হন দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নুরুল কবীর। গত ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর মালিবাগ এলাকা থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এছাড়া গত ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকাস্থ এক জিমেনেসিয়াম থেকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নষ্টের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে গ্রেফতার করা হয়।

গত মার্চ মাসে রাজধানীতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক নারী সাংবাদিক। গত ৭ আগস্ট গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের সামনে মো. আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) নামে এক সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। নিহত মো. আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) দৈনিক



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর খুলনার খানজাহান আলী সেতুর (রূপসা সেতু) নিচ থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর (৬০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই সাংবাদিকের ডান হাত ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সাংবাদিক বুলু চ্যানেল ওয়ান, ভোরের কাগজ, বঙ্গবাণী, দৈনিক প্রবাসহ গত প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করেছেন। গত ২২ আগস্ট শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভূষণ সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভূষণ সরকার দৈনিক আজকের পত্রিকায় সিনিয়র সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। এছাড়াও গত ০৪ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার শহরের পর্যটন করপোরেশনের হোটেল শৈবালের পেছনে (পশ্চিমে) সমুদ্রসৈকতের ঝাউবাগান থেকে বুলন্ত অবস্থায় মোহাম্মদ আমিন (২৩) নামে এক তরুণ সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ-এর উখিয়া উপজেলা প্রতিনিধি বলে জানা গেছে।

গত ০৩ অক্টোবর বাগেরহাট শহরের হাড়িখালী এলাকায় এ এস এম হায়াত উদ্দিন (৪৩) নামে এক সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। হায়াত উদ্দিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ভোরের চেতনা পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া গত ১৯ অক্টোবর রাজধানীর একটি বাসা থেকে স্বর্ণময়ী বিশ্বাস নামে এক গণমাধ্যমকর্মীর বুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই নারী অনলাইন সংবাদমাধ্যম ঢাকা স্ট্রিমে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঢাকা স্ট্রিমের বাংলা কন্টেন্ট এডিটর আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে যৌননিপীড়নের অভিযোগকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জানা যায়। এছাড়া, গত ১৮ ডিসেম্বর খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শলুয়া বাজারে দুর্বৃত্তের গুলিতে ইমদাদুল হক মিলন (৪৫) নামে এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তিনি খুলনার বর্তমান সময় ডট কম নামের একটি অনলাইনে পোর্টালে কাজ করতেন এবং আড়ংঘাটা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন।

৫. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

২০২৫ সালে সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫-এর বিভিন্ন ধারার অধীনে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গুরুতরভাবে সীমাবদ্ধ হওয়ার চিত্র দেখা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উক্ত সময়ে অন্তত ২৭টি মামলায় মোট ৫৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৪ জনকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেপ্তার করে। এসব মামলার অধিকাংশই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত পোস্ট, মন্তব্য, ছবি বা ভিডিওকে কেন্দ্র করে দায়ের করা হয়, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস, মতাদর্শ বা ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগের ভাষা অস্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য হওয়ায় আইনটির অপব্যবহারের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এবং সমালোচনামূলক বা ভিন্নমত প্রকাশকারী ব্যক্তি, লেখক, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও সাধারণ নাগরিকরা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এইচআরএসএস মনে করে, এসব আইনের প্রয়োগে যথাযথ অনুসন্ধান ও মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি সম্মান নিশ্চিত না হলে তা ব্যক্তি স্বাধীনতা, ডিজিটাল অধিকার এবং গণতান্ত্রিক পরিসরকে আরও সংকুচিত করতে পারে।

৬. বিচার বহির্ভূত হত্যা (হেফাজতে/নির্যাতনে/গুলি/বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু)

দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, ভিকটিমের পরিবার ও এইচআরএসএস এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে, হেফাজতে ও নির্যাতনে কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছেন। যাদের



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

মধ্যে ৬ জন সংঘর্ষে বা কথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে, ১২ জন নির্যাতনে, ১২ জন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে এবং ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩ জন নারী, ৪ জন বিএনপি ও ১ জন আওয়ামীলীগের সদস্য। এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভয়ে পালাতে গিয়ে ও অসুস্থ হয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ০২ জানুয়ারি সকালে রাঙামাটির লংগদু উপজেলার সদর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কাউলি বিল এলাকার কিচিংছড়ায় এ অজ্ঞাত ইউপিডিএফ সদস্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ০৬ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে পুলিশের পিটুনিতে ইয়াসিন মিয়া নামে একজন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটকের পর নির্যাতন ও চিকিৎসা না দেয়ায় সোনাপুর ইউনিয়নের ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান (৩৪) হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে বাড়ি থেকে যৌথবাহিনীর হাতে আটকের পর অমানবিক নির্যাতনের কারণে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার পাঁচখুর্বি ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক মো. তৌহিদুল ইসলাম (৪০) এর মৃত্যু ঘটেছে। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকায় ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে যৌথ বাহিনীর অভিযানের সময় ‘বন্দুকযুদ্ধে’ মিরাজ হোসেন ও মো. জুমন নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। বরিশালের উজিরপুর ও আগৈলঝাড়া উপজেলার সীমান্ত গ্রাম বাহেরঘাটে ২১ তারিখ সোমবার বিকাল ৬.০টায় মাদকবিরোধী অভিযান চলাকালে র্যাবের গুলিতে সিয়াম মোল্লা (১৮) নামক এক তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত ও পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাকিব মোল্লা (১৭) নামে এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছেন। হতাহত দু’জন সম্পর্কে মামাতো ভাই।

গত ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে গোপালগঞ্জে এনসিপির ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি কেন্দ্রিক স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে যৌথ বাহিনীর সংঘর্ষে ও গুলিতে ৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- দীপ্ত সাহা (২৫), রমজান কাজী (১৮), সোহেল মোল্লা (৩৫), ইমন (২৪) এবং রমজান মুন্সী (২৮)। ০২ সেপ্টেম্বর নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) বন্ধ ঘোষণা করা একটি কোম্পানির আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী-পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিতে মো. হাবিব (২০) নামে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া গত ২৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা এলাকায় পাহাড়ি এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগের প্রতিবাদে ‘জুম্ম-ছাত্র জনতা’র ব্যানারে অবরোধ কর্মসূচি পালনকারীদের সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এসময়ে গুলিতে ৩ জন পাহাড়ি নিহত হয়েছেন। গত ২২ অক্টোবর সিলেটের জৈন্তাপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) গুলিতে আলমাস উদ্দিন (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত ২১ নভেম্বর রাজধানীর পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার ঘটনায় আটক মোজ্জার হোসেন (৪০) ডিবি হেফাজতে মারা যান। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তিনি পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৭. কারা হেফাজতে মৃত্যু

২০২৫ সালে সারাদেশে কারাগারে কমপক্ষে ৯২ জন আসামী মারা গিয়েছেন। এই ৯২ জনের মধ্যে ৩০ জন কয়েদী ও ৬২ জন হাজতি। এদের মধ্যে খুলনা, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ও সিরাজগঞ্জ কারাগারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আক্তার শিকদার, সিদ্দিক হোসেন, রিয়াজুল ইসলাম ওরফে রাইজুল, ইমাম হোসেন ওরফে বাচ্চু, বাবুল হোসেন (বাবুল মেম্বার), সারোয়ার হোসেন নানু (৬৫), ইউসুফ আলী মিয়া (৭০), ও আহমদ মোস্তফা খান বাচ্চু (৮৩) নামে ৮ জন আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও নরসিংদী-৪ আসনের সাবেক



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

সংসদ সদস্য নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। তিনি জেল হেফাজতে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন।

গত ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আবুল কালাম (৩৪) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। যদিও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন জানিয়েছেন, ওই হাজতি অসুস্থতাজনিত কারণে মারা গেছেন, তবে নিহতের পরিবারের অভিযোগ-তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া, গত ২৯ নভেম্বর হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর মাহমুদ মারা গেছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন

এটি উদ্বেগজনক যে, ২০২৫ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কমপক্ষে ২৮ টি হামলার ঘটনায় ১ জন নিহত, ১৬ জন আহত, ৬ টি মন্দির, ৩৭ টি প্রতিমা ও ৩৮ টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও জমি দখলের মত ৫ টি ঘটনা ঘটেছে।

গত ২২ মে নওয়াপাড়া পৌর কৃষক দলের সভাপতি এস এম তরিকুল ইসলামকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যার পর সন্দেহের বশে যশোরের অভয়নগর উপজেলার সুন্দলী ইউনিয়নের ডগরমশিয়াহাটী গ্রামের বেড়েখাপাড়া ভাঙচুর, লুটপাট চালিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবারের ১৮টি ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও গত ১৪ ই জুন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার প্রেমতলীতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী খেতুরী ধামে হিন্দু ও আদিবাসী সনাতনী সম্প্রদায়ের মিলনমেলা ও আলোচনা সভা স্থানীয় বিএনপির এক নেতার হামলায় পণ্ড হয়ে যায়। এসময় খেতুরী ধামের ব্যবস্থাপক গোবিন্দ চন্দ্র পাল ও হিন্দু আদিবাসী সনাতনের সদস্য সহদেব কুমার পাল্লাকে মারধর করে মন্দির থেকে বের করে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এটি উদ্বেগজনক যে, গত ২৬ ও ২৭ জুলাই, রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নের আলদাদপুর বালাপাড়া গ্রামে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক কিশোরকে গ্রেপ্তারের পর উগ্র-উত্তেজিত জনতা সংগঠিতভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তত ২০ টি বাড়িতে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট এবং বহু পরিবারকে আতঙ্কিত করে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করার ঘটনা ঘটেছে। গত ০২ অক্টোবর নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ উপজেলার খুরশিমূল গ্রামে শারদীয় দুর্গাপূজা মণ্ডপে একদল দুষ্কৃতিকারীর অতর্কিত হামলায় সনাতন ধর্মাবলম্বী অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহ নগরের বড় কালীবাড়ি এলাকায় বন্ধুসংঘ শ্যামা পূজামণ্ডপে ছুরিকাঘাতে ৩ জন আহত হয়েছেন। গত ৩ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ে সুধীর চন্দ্র বর্মণ নামে এক ব্যক্তিকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে বৈদ্যুতিক শক, মারধর, সাদা স্ট্যাম্প জোরপূর্বক স্বাক্ষর ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তরা সুধীর চন্দ্র বর্মণ ও তার পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার হুমকি দেয়। গত ৭ ডিসেম্বর সিলেট নগরীর জিন্দাবাজারে অবস্থিত ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউর আখড়ায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া এবং ভূমি আত্মসাৎ ও দখলচেষ্টার গুরুতর ঘটনা ঘটেছে।

৯. মাজারে ও বাড়িদের উপর হামলা

এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, এই সময়ে সারাদেশে ৫৬ টিরও বেশি মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে দুর্ভত্তরা নূরুল হক ওরফে 'নূরুল পাগলা' এর কবর, বাড়ি ও দরবার শরিফে



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

হামলা করে তার মরদেহ কবর থেকে তুলে মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় অর্ধ শতাব্দিক আহত হয়েছেন এবং আহতদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে কফিল উদ্দিন শাহের মাজার, একই গ্রামের আবদু শাহের মাজার, কালাই (কালু) শাহের মাজার ও হাওয়ালি শাহের মাজারে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। অনেক জায়গায় একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাজারের স্থাপনা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুসারে, গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫, রোববার বেলা ১১.০ টার দিকে মানিকগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এলাকায় বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে কর্মসূচি পালন করছিলেন তার ভক্ত ও অনুসারীরা। এসময় ‘মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতা’ ব্যানারে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির মধ্যে তাদের ওপর অতর্কিত হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এমনকি প্রাণ বাঁচাতে বাউল অনুরাগীদের অনেকেই স্টেডিয়ামসংলগ্ন ডোবায় ঝাঁপ দিতে বাধ্য হন। এছাড়া, গত ২৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রাচীন একটি মাজারে ভাঙচুর চালিয়ে গোবর ও মলমূত্র ছিটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। একইদিনে ঠাকুরগাঁওয়ে রাতের অন্ধকারে সত্যপীরের মাজারসহ চারটি মাজারে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

১০. সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতন

২০২৫ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কমপক্ষে ৮০ টি হামলার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত ৩০ জন ও পিটিয়ে ২ জনসহ ৩২ জন বাংলাদেশী নিহত, ৩৯ জন আহত, ও ৬৩ জন গ্রেফতার হয়েছেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় নাগরিকদের গুলিতে ও হামলায় অন্তত ৭ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে কমপক্ষে ৩৪৯৩ জনকে বাংলাদেশে পুশইন করেছে বিএসএফ। এছাড়া গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় জলসীমার কাছে বঙ্গোপসাগর থেকে ১৪৩ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড।

সিলেট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে শাহেদ আহমদ (২৫), জামাল উদ্দিন (৪৫), আশিকুর (১৯) ও মোঃ ইয়াকুব উদ্দিন (৩০) নামে চার বাংলাদেশী তরুণ নিহত এবং অপর ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩ জন আহত হয়েছেন। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তে এক বাংলাদেশী যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেছে ভারতীয় নাগরিকরা। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত থেকে নাজিমুদ্দিন নামে এক যুবকের এবং কুমিল্লা সীমান্তে গোমতি নদীর পাড় থেকে কাজী ছবির নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। গত ২ ডিসেম্বর বিএসএফ কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার ওয়াহেদপুর সীমান্তে ইব্রাহিম রিংকু (২৮) ও মমিন মিয়া (২৯) নামে দুই বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার পর মরদেহ পদ্মা নদীতে ফেলে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

অপরদিকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে আরাকান আর্মির গুলিতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২ জন আহত হয়েছেন। প্রায়ই মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি ও মর্টারশেল বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় এসে পড়ায় স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এছাড়াও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক আনসার সদস্যসহ ১২ জন বাংলাদেশী আহত হয়েছেন এবং ১ জন নিহত হয়েছেন। এই সময়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের জলসীমা থেকে ২১ টি ট্রলারসহ কমপক্ষে ১৭৬ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। গত ১১ অক্টোবর বাংলাদেশ- মিয়ানমার সীমান্তের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের বাইশফাঁড়ি সীমান্ত পিলার ৪০ নম্বরের কাছে নো-ম্যানস ল্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত টহলরত অবস্থায় মাইন বিস্ফোরণে বিজিবি



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

নায়েক আক্তার হোসেনের ডান পায়ে গাড়ালি সম্পূর্ণ উড়ে যায়। তার বাম পা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) তার মৃত্যু হয়। এছাড়া, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে আসা গুলিতে কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইকাংয়ে ছেনুয়ারা বেগম (৩৫) নামের এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।

১১. নারী ও শিশু নির্যাতন

২০২৫ সালে কমপক্ষে ২০৪৭ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ৮২৮ জন, যাদের মধ্যে ৪৭৪ (৫৭%) জন ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, ১৭৯ (২১%) জন নারী ও কন্যা শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৮ জনকে ও আত্মহত্যা করেছেন ১০ জন নারী। ৪১৪ জন নারী ও কন্যা শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে শিশু ২৩৬ জন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে, গত মার্চ মাসে মাগুরায় আছিয়া নামে ৮ বছরের এক শিশুকে তার বোনের শশুর ধর্ষণের পর হত্যা চেষ্টা করে এবং শিশুটি ৮ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় (১৩ মার্চ) ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যায়। এছাড়াও মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ফাতেমা নামের একটি শিশুকে (৬) ধর্ষণচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শ্বাসরোধে হত্যার পর মরদেহ দীঘিতে ফেলে দেয়। গত ২৯ শে জুন কুমিল্লার মুরাদনগরের একটি গ্রামে বসতঘরের দরজা ভেঙে এক নারীকে (২৫) ধর্ষণ এবং ৩০ শে জুন ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলায় চাঁদা না পেয়ে স্বামীকে বেঁধে মারধর ও স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

এই সময়ে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৩৫ জন ও আহত হয়েছেন ৩২ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ৪ জন নারী। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন অন্তত ৩৮৩ জন, আহত হয়েছেন ১৩৩ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন কমপক্ষে ১৯৪ জন নারী। এসিড সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ২ এবং আহত হয়েছেন ২ জন। গত ৯ সেপ্টেম্বর বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির বাইশারীতে ঘুমন্ত স্ত্রীর শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেন মো. তোহা (২৫) নামের এক ব্যক্তি। তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তোহার স্ত্রী জেসমিন আক্তার (২২)।

অন্যদিকে, এই সময়ে কমপক্ষে ১৩৭১ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ২৮৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১০৮৩ জন শিশু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

১২. মামলা ও গ্রেফতার

২০২৫ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদের নামে কমপক্ষে ২৪৪ টি মামলা হয়েছে। এ সকল মামলায় ১১৯৩৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৪২৫২৩ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন মামলায় এবং যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযানে ৫০ হাজারের অধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। এছাড়া, পুলিশ গত এক বছরে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হিবুত তাহরীরের অন্তত ৪৭ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে।



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

১৩. সভা-সমাবেশের অধিকার

২০২৫ সালে দেশে মতপ্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপের একাধিক ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উক্ত সময়ে অন্তত ৪৭টি সভা ও সমাবেশ আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাধা প্রদান করে, যার ফলে নির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত, ছত্রভঙ্গ অথবা বাতিল করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। এসব ঘটনার অনেক ক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়া, শেষ মুহূর্তে কর্মসূচি বাতিলের নির্দেশ, ব্যারিকেড স্থাপন, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও বলপ্রয়োগের অভিযোগ উঠে আসে। গত ২৮ আগস্ট ঢাকা রিপোর্টস ইউনিটের একটি আলোচনা সভা থেকে সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমানকে (কার্জন) অবরুদ্ধ করে লালিত্বিত করেন একদল ব্যক্তি। পরে পুলিশের (ডিএমপি) একটি দল লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান, সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলমসহ অন্তত ১৫ জনকে গ্রেফতার করেন।

এই ধরনের হস্তক্ষেপের ফলে সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং অন্তত ৫১২ জন ব্যক্তি আহত হন, যাদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষার্থী, শ্রমিক ও সাধারণ পথচারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে। আহতদের অনেককে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়, কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর আঘাতের ঘটনাও রিপোর্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি মিছিল ও সমাবেশস্থল থেকে অন্তত ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়েরের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব ঘটনা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের ইঙ্গিত দেয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আনুপাতিকতা, জবাবদিহি ও মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট করে তোলে।

১৪. শ্রমিকের অধিকার

এটি উদ্বেগজনক যে, ২০২৫ সালে কমপক্ষে ৩৫৯ টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৯৬ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০২১ জন। গত মার্চ মাসে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভরত বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে অন্তত ৭৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। গত জুন মাসে গাজীপুরের শ্রীপুরে এক শ্রমিকের মৃত্যুর জেরে শ্রমিক ও পুলিশের পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষ ও ধাওয়ার ঘটনায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া গত ০২ সেপ্টেম্বর নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় একজন শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। এটি উদ্বেগজনক যে, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া পাইপনিয়ার নিটওয়ারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তির মিথ্যা অভিযোগে দিপু চন্দ্র দাস (২৭) নামে এক পোশাক শ্রমিককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার পর উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিহতের লাশ এক কিলোমিটার দূরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের একটি গাছে বুলিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এই সময়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাবে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৬৮ জন শ্রমিক তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছেন। গত ১৪ অক্টোবর রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় একটি কেমিক্যাল গোডাউন ও একটি গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছে।



HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

এছাড়া ৪ জন গৃহকর্মী মালিকের নির্যাতনে নিহত এবং ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বরিশাল নগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবগ্রাম যুবক হাউজিংয়ের বাসিন্দা মহসিন খান বাশার এবং তার চাচাতো ভাই শাহিন ওরফে ঝিনুক বিভিন্ন সময় গৃহপরিচারিকা একশিশুকে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। এতে নির্যাতনের শিকার শিশুটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তারা ভুক্তভোগীর পরিবারকে ভয়ভীতি দেখান।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠন এবং সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা জরুরি, যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দৃঢ় হয় এবং মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে মব সহিংসতা, হেফাজতে মৃত্যু, রাজনৈতিক উত্তেজনা, নির্বাচনী সহিংসতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ-এসব বিষয় সমাধান করা না হলে মানবাধিকার পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যেতে পারে। তাই “এইচআরএসএস” সরকারের প্রতি মানবাধিকার রক্ষায় আরও জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে এবং একই সাথে সকল নাগরিক, গণমাধ্যমকর্মী, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতি অধিক সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ

ইজাজুল ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)

ইমেইল: hrssbd14@gmail.com